দামুড়হুদায় টিসিবির পণ্য বিতরণ ; কার্ড আছে পণ্য নাই

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির কার্ড আছে কিন্তু পণ্য নেয়। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টা থেকে পণ্য বিতরণ শুরু হয়ে বিকাল ৪ টার আগেই পণ্য বিতরণ শেষ, কিন্তু তখনো বেশ কয়েক জনের কার্ড আছে তবে পণ্য নেই।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিয়নে মোট ২২০৬ টি কার্ড বিতরণ করা হয়। বিকাল ৪ টার দিকে দেখা যাই পণ্যবিতরণ শেষ। কিন্তু তখনো ১৪ জনের পণ্য বিতরণ হয়নি। ১৪ জনের হাতে ১৪ টি টিসিবির কার্ড আছে কিন্তু পণ্য নেয়। তাহলে পণ্য গেলো কোথায়? এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাইনি। হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির ডিলার এর দায়িত্ব পালন করে দামুড়হুদার তামিম স্টোর এর স্বত্বাধিকারী শফিকুল ইসলাম। টিসিবির পণ্য বিতরণ হচ্ছে কিন্তু ট্যাগ অফিসারের দেখাও পাওয়া যাইনি।

ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান জানান টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হবে এবিষয়ে আমাকে কিছু জানানো হয়নি, যার কারনে আজ আমি হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে যাইনি। কার্ড আছে পণ্য নেই শুনে স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, পণ্য বিতরণ করে ডিলার। কয়জনকে দেওয়া হয়েছে আর কয়জনকে দেওয়া হয়নি তা ডিলার জানে। কারন টিসিবির কার্ড ছাড়া পণ্য বিতরণের কোন সুযোগ নেই। তাহলে কার্ড থাকলে পণ্যও থাকতে হবে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৪ জনের টিসিবির পণ্য কিনে দেয় ডিলার।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন বলেন, ১৪ জনের টিসিবির পণ্য বিতরণ বাকী থাকতেই ডিলারের পণ্য বিতরণ শেষ হয়ে যায়, পরে পণ্য নিয়ে এসে ডিলার বাকী থাকা ১৪ জনের মাঝেই পণ্য বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় বেগম রোকেয়া দিবসে পাঁচ নারীকে জয়িতা সংবর্ধনা

“নারী-কন্যার সুরক্ষা করি সহিংসতা মুক্ত বিশ্ব গড়ি” এ প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় বেগম রোকেয়া দিবসে পাঁচ নারীকে জয়িতা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ হামিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার আব্দুল মান্নান, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ, রোভার স্কাউটের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টায় “দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা, গড়বে আগামী শুভ্রতা “এই স্লোগানকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত কার্যালয় ঝিনাইদহ, উপজেলা প্রশাসন দামুড়হুদা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি দামড়হুদার যৌথ আয়োজনে প্রথমে উপজেলা চত্বরে মানববন্ধন এবং পরবর্তীতে পরিষদের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আশরাফুল হক উলুমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

এখনো পর্যন্ত কেন এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগামটানা সম্ভব হলো না সে সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন দুর্নীতি একটা মরণ ব্যাধির মতো সমস্যা, এটাতো আমার বুদ্ধি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জেনে আসছি, ছোটকাল থেকেই মানুষের অন্তরস্থলে দুর্নীতি ঢুকে পড়ে, সবলরা দুর্বলদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, দুর্বলদের ঠেলে ফেলে দেয় এবং সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে। যারা আমরা সরকারি চাকুরি করি এটা আমাদের দায়িত্ব মনে না করে ক্ষমতার অপব্যবহার করি সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নানা রকম বৈষম্যর সৃষ্টি হয়। সেজন্য আমাদের এই মরণব্যাধি দুর্নীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দুর্নীতি হলো একটা বৈষম্য, সামষ্টিকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রতিরোধ করার জন্য সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে ও জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। হয়তো আমরা সমাজ থেকে দুর্নীতি চিরতরে নির্মূল করতে পারব না কিন্তু সমতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমাদের এই দেশটা দুর্বল শ্রেণীর লোকদের নিয়ে স্বাধীন হয়েছে, সেজন্য কৃষকদের সম্মান করতে হবে,নারীদের সম্মান করতে হবে, শ্রমিকদের সঠিক সময়ে ন্যায্য মজুরি প্রদান করতে হবে, অসহায়দের সহায় হয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে, তাহলে আমরা একটি দুর্নীতি মুক্ত সুন্দর সমাজ ও বাংলাদেশ গড়তে পারবো।

আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহার সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ হামিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার আব্দুল মান্নান, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ, রোভার স্কাউটের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

দামুড়হুদা ন্যায় বিচার পেতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ন্যায় বিচার পেতে সংবাদ সম্মেলন করেছে রবিউল ইসলাম বাবলু’র পরিবার। আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রবিউল ইসলাম বাবলু’র ছোট ছেলে মোঃ মাসুম হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনী পাড়ার মোঃ আবুল কাশেম এর ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম বাবলু বিগত অনুমান ০২ বছর পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অন্তর্গত উক্ত নতুন পাড়ার মোঃ আমির বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ জাকির (৪২) এর কাছ থেকে দামুড়হুদা থানাধীন পরানপুর গ্রামস্থ মাঠে ১৪,০০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ) টাকার বিনিময়ে ০৫ বিঘা পেঁপে বাগানসহ জমি লীজ গ্রহণ করে।

টাকা ফেরত প্রদান করলে সে তার জমি ফেরত নিবে মর্মে অঙ্গিকার করে স্ট্যাম্পে লিখত করে দেন। কিন্তু হঠাৎ করে দুর্বৃত্ত জাকির চুক্তিনামা থেকে আরও ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা বেশি দাবী করছে। আমার পিতা দিতে অস্বীকৃত জানালে দুর্বৃত্ত জাকির সহ অজ্ঞাতনামা ১৪/১৫ জন দুর্বৃত্তরা আমাদের সামনে বলে টাকা না দিলে পেঁপে বাগান কেটে দেবো এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকজনের নিকট বলে বেড়ায় পেঁপে বাগান কেটে দেবো। এরই ধারাবাহিকভায় গত ইং ১১/০৬/২০২৩ তারিখ ভোর অনুমান সাড়ে ৬ টার দিকে আমার পিতা উক্ত পেঁপে বাগানে গেলে দেখতে পাই যে ০৪ বিঘা পেঁপে গাছ সব দুর্বৃত্তরা কেটে দিয়েছে। আমাদের পেঁপে গাছগুলিতে ধরন্ত ফল ছিল। এমতাবস্থায় আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি ভোরবেলা মর্নিং ওয়ার্ক করা বেশ কয়েকজন স্বাক্ষী দেখেছে দূর্বৃত্ত জাকির সহ অজ্ঞাতনামা ১৪/১৫ জন দুর্বৃত্তরা পেঁপে বাগান কেটে হাতে হাসুয়া নিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন স্বাক্ষীদের মাধ্যমে জানতে পারি জাকির সহ অজ্ঞাতনামারা ফসল নষ্ট করে এই জঘন্যতম কাজ করেছে।

ইহাতে আমাদের প্রায় আনুমানিক- ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। ঘটনার পর স্থানীয় পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল এসপি) জাকিয়া সুলতানা ও দামুড়হুদা মডেল থানার তখনকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনার তদন্ত করে এর সত্যতা পায়। তখনকার আওয়ামী লীগের এমপি টগরের প্রভাব খাটিয়ে দূর্বৃত্ত জাকির হোসেন তখন পার পেয়ে যায়। তখন থেকেই জমি আমারা দখলে রেখে চাষাবাদ করছি। এই ঘটনা জাকিরের শ্বশুর জমির আসল মালিক দর্শনা মল্লিক পাড়ার (বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা মল্লিক পড়ায় বসবাসরত) মৃত শামছাদী মুহুরীর ছেলে মোঃ ছাবদার হোসেন এবং জাকিরের স্ত্রী ও ছাবদার হোসেনের মেয়ে মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন সহ তাদের পড়িবারের সবাই সবকিছুই জানতো। সে সময় জমির মালিক ছাবদার হোসেন উক্ত জমি তার একমাত্র জামাই জাকির কে চাষাবাদের জন্য দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ০৩-০৯-২০২২ ইং তারিখে জাকির আমার পিতার কাছে উক্ত জমি বন্ধক দেয়। দীর্ঘ দিন জমির টাকা ফেরত না দেওয়ার কারনে মৌখিক ভাবে জানিয়ে নতুন করে ৩১/১০/২০২৪ ইং তারিখে দামুড়হুদা উপজেলাধীন পরানপুর গ্রামের ঝড়ু মন্ডলের ছেলে মিন্টু ও রহমান এবং কাবিল হোসেনের ছেলে ইস্তা দেনাকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় ভূট্টা চাষ করার জন্য লীজ প্রদান করি। কিন্তু জাকির ও তার শশুর ছাবদার উক্ত জমির বিষয়ে নিজের স্ত্রী ও মেয়ে মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন কে দিয়ে গত ০২/১১/২০২৪ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গায় একটি সংবাদ সম্মেলন করেন ঐ জমিতে নাকি জোর পূর্বক

ভুট্টার চাষ হচ্ছে।

যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। আমাদের টাকা ফেরত না দেওয়ার পায়তারায় লিপ্ত হয়েছে জাকির ও তার শ্বশুর। তারা চাই আমাদের ১৪ লক্ষ টাকা ফেরত না দিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে টাকা বাদেই জমি ফেরত নিতে। মাসুম তার বক্তব্যে আরও বলেন, টাকা ফেরত না দিয়ে একের পর এক মিথ্যা অপপ্রচার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমার পিতাকে শারিরীক ভাবে অসুস্থ করে তুলেছে। আমি সাংবাদিক মহলের মাধ্যমে বলতে চাই, আমার পিতার লীজ নেওয়া জমির ১৪ লক্ষ টাকা ফেরত দিয়ে জাকির বা তার শ্বশুর তাদের জমি বুঝে নেন। আমরা আর তার জমি লীজে রাখতে চাইনা, টাকা ফেরত দিয়ে জমি ফেরত নেন। কারন আমরা যখন জমি লীজ নিই তখন সব বিষয়ে তার শ্বশুর এবং তাদের পরিবারের মানুষ জানতো। তা সত্ত্বেও তারা মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ তুলে আমার পিতা আমার পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়-স্বজনদেরকে সমাজের মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করছে।

কাগজপত্র দেখে সঠিকভাবে যেন বিষয়টির সঠিক সমাধান হয় সেজন্য আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

দামুড়হুদায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল

ভারতের আগরতলাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে হামলার প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও সর্বস্তরের তাওহীদি জনতা’র আয়োজনে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বাসট্যান্ড চত্বরে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা থানা বিএনপি’র সভাপতি

মনিরুজ্জামান মনির।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য মোঃ রাসেদ হাসানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির আহবায়ক আসলাম অর্ক, জেলা মুখ্য সংগঠক সজিব ইসলাম, জেলা সদস্য নাসিম বিশ্বাস, রাকিব হাসান, সবুজ ফাহাদ, রায়হান মোল্লা, রাব্বি সহ অসংখ্য ছাত্র ও তাওহীদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভারতের আগরতলাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে হামলার প্রতিবাদে আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই ইসকন উগ্রবাদী একটি সংগঠন, এই সংগঠনটি স্বৈরাচারীর দোসর হিসেবে কাজ করছে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা যখন পাঁচ তারিখে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় এবং পালানোর সাথে সাথে ওই উগ্রবাদী ইসকন সংগঠনের মাতা ব্যাথা শুরু হয়ে গেছে। আর মাথা ব্যথা হওয়ার কারণে গোয়েন্দারা যখন বহিস্কৃত ইসকনের একজনক গ্রেফতার করলো তখন তারা চট্টগ্রামে আইনজীবীকে হত্যা করলো। আমরা আইন হাতে তুলে নিতে চাইনা। কিন্তু যদি আপনাদের বাড়াবাড়ি বেশী হয় তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে সাথে নিয়ে এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে। আমরা ছাত্র জনতা যদি আবার জেগে উঠি তাহলে আপনাদের আর এদেশে জায়গা হবেনা। ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি হবেনা। ইসকন নামের এই উগ্রবাদী সংগঠনের চিরতরে বিলুপ্তি চাই। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাকে যখন দেশ থেকে বিতারিত করতে পেরেছি, তেমনি এ দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে এই ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে চিরতরে বিতারিত করতে হবে। তাদেরকে পতিহত করা হবে। ভারতিয় আগ্রাসন ও ইসকনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদেরকে পতিহত করা হবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় কারিতাসের উদ্যোগে হুইল চেয়ার

বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে কারি তাস বাংলাদেশ SDDB প্রকল্পের আয়োজনে ৫ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে হুইল চেয়ার বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সহ-সভাপতি করম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, প্যানেল চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, সাজিবার রহমান, সিরাজুল ইসলাম মেম্বর, মনিরুজ্জামান মন্টু মেম্বর, মাহবুবুর রহমান, আ:সালাম,বিল্লাল হোসেন, দেলোয়ারা, আনেহার, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টো, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাহাবুবুর রহমান, হিসাবরক্ষক মতিয়ার রহমান, উদ্যোক্তা হারুন, হীরা, ওমেদুল, কারিতাস এসডিডি প্রকল্পের কার্পাসডাঙ্গা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি সুদিন সরকার, আলাউদ্দীন মাস্টার, আনসার আলী, আহসান, কিতাব।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসডিডি প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার বাপ্পা মন্ডল।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।” নারী কন্যার সুরক্ষা করি, সহিংসতা মুক্ত বিশ্ব গড়ি ” স্লোগানক সামনে রেখে আজ সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে প্রথমে উপজেলা চত্বর থেকে র্যালী বের হয়, পরবর্তীতে র্যালী শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান, এসময় তিনি বলেন নারীরা হলো মায়ের জাতি, প্রতিটি মা তার সন্তানকে ভালোবাসে এবং একজন আদর্শবান মানুষ হিসেবে তার সন্তানকে দেখতে চাই। একজন নারী তার সন্তানের প্রথম শিক্ষক, আমরা যারা সবল তারা কখনই দুর্বলদের ওপর নির্যাতন করবো না, আমি যদি নিজে সচেতন হয়ে নিজেকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারি তাহলে অবশ্যই পরবর্তী জেনারেশন সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। এ সময় তিনি কবি নজরুল ইসলামের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন এ বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ এই অনুষ্ঠান করার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে নারীরা কিভাবে বা কী কারণে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানকল্পে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি আরো বলেন বর্তমান সমাজে প্রচলিত আছে পুরুষরাই নারীদের নির্যাতন করে এটা ঠিক না নারীরাও নারীদের নির্যাতন করে যেমন প্রতিটি পরিবারই কম বা বেশি তার উদাহরণ। নারীরাও নারীদের মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয় থাকে সেটা কোনভাবে কাম্য নয়, এটা থেকে আমাদের বাহির হয়ে আসতে হবে ছোটখাটো ভুল ত্রুটি গুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করতে হবে। নারী এবং পুরুষ সবাইকে সমতার দৃষ্টিতে দেখে সুন্দরভাবে সমাজ গড়ে তুলতে হবে। বাল্যবিবাহ কাম্য নয় এটা থেকে আমাদের বাহির হয়ে আসতে হবে। সমাজে যারা আমরা সবল আছি মহানুভবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বলদের সাহায্যের জন্য আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আপনারা সচেতন হবেন এবং আমার আপনার সমাজের প্রতিটি মানুষকে নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন করবেন। আমাদের সরকারিভাবে হট লাইন নাম্বার আছে এবং প্রতিটি উপজেলায় মহিলা বিষয়ক কার্যালয় রয়েছে আপনারা যোগাযোগ করবেন আমরা সব সময় আপনাদের পাশে থাকব।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহানের সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ, সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম রসূল, মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ ও বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত নারী সদস্য বৃন্দরা।

দামুড়হুদায় তাড়ি বাগানের ছড়াছড়ি: প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা এলাকাবাসীর

দামুড়হুদায় তাড়ি বাগানের ছড়াছড়ি ফলে এলাকায় মাতালের উৎপাত বেড়েছে। এতে এলাকায় সামাজিক পরিবেশের পাশাপাশি মাঠের ফসলের ক্ষতি সাধন হচ্ছে। মাতালরা তাড়ি খেয়ে ভুট্টা সহ নানান ফসল নষ্ট করছে। শুধু তাইনা নেশার টাকা জোগাড় করতে করছে চুরি ছিনতাই। ফলে এলাকায় আশঙ্কা জনক হারে বেড়েছে চুরি। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর মাঠ, কাদিপুর মাঠ, দুধপাতিলার মাঠ, বাস্তপুর মাঠ, জয়রামপুর মাঠ সহ একাধিক মাঠের বেশ কয়েকটি স্পটে দেদারসে বিক্রি হচ্ছে নেশাদ্রব্য তাড়ি। যা খেয়ে বিগড়ে যাচ্ছে তাড়ি খোররা। তাড়ি খাওয়ার এমনই নেশা একদিন না খেলে মাথায় কাজ করেনা খাদকদের। ফলে সকাল সন্ধ্যায় তাড়ি খোররা ভিড় জমায় তাড়ি বাগানে। নেশার টাকা জোগাড় করতে করছে চুরি ছিনতাই এর মতো জঘন্যতম কাজ।

শীতের সময় খেজুরের বাগানে তৈরি হয় তারি। বাগানে তাড়ি খেতে গিয়ে মানুষ মাতাল হয়ে আসার সময় মাঠের ফসল নষ্ট করছে। এমনভাবে নষ্ট করছে যে চারা গাছটি মরে যাচ্ছে। মাতাল অবস্থায় তারা কি করছে তার কোন বোধগম্য থাকে না। ফলে নষ্ট হচ্ছে বিস্তীর্ণ কৃষি খেত। কৃষকের ঘাম ঝরানো ফসল যদি এভাবে নষ্ট করে তাহলে তা খুবই দুঃখজনক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এলাকাবাসী বলেন, তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে ফসলের ক্ষতি করছে। তাড়ির মধ্যে এমন কিছু মেশানো হচ্ছে, যে তাড়ি খায় সেই মাতাল হয়ে বিগড়ে যাই। মাতালরা বাড়িতে গিয়ে উল্টা পাল্টা করে সংসারে ঝামেলা বাঁধায়, অশান্তির সৃষ্টি করছে। পরিবারের লোকজনকে মারধর করেছে, প্রতিবেশীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে। তাড়ি খেয়ে স্ত্রী’কে বেদম প্রহারের ফলে থানায় অভিযোগ

হতেও দেখা গেছে। খেজুরের সময় গাছিরা খেজুরের রস দিয়ে গুড় তৈরী করবে, কিন্তু তা না করে কতিপয় গাছিরা খেজুরের তাড়ি তৈরী করে সমাজকে কলুষিত করছে। এর থেকে পরিত্রাণে স্থানীয় এলাকাবাসী প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দামুড়হুদায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১০ম পদার্পন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশিরের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দামুড়হুদা থানা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, থানা বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শাহাজালাল বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন, সদস্য হাবিবুর রহমান হবি, খালেকুজ্জামান, হেলাল উদ্দিন, হাতেম আলি,সাফায়েতুল্লাহসহ প্রেসক্লাবের সদস্য বৃন্দ।

প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার ও

উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন, আমার সব থেকে ভালো লেগেছে দৈনিক সময়ের সমীকরণ এই নাম। আমি দেখেছি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা ভিডিও ফুটেজ তৈরি করে সময়ের সমীকরণ পেজে আপলোড করেছে। এটাই সাহসিকতার পরিচয় সাংবাদিকদের। তখনই আমার বিশ্বাস জন্মেছে দৈনিক সময়ের সমীকরণ একটি ভালো পত্রিকা এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে এরা পিছুপা হয় না তাই সাহসিকতার সাথে এই পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সকল সাংবাদিকবৃন্দ এগিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশা। আমরা আছি আপনাদের সাথে সব সময়।

দামুড়হুদায় ছাগলসহ চিহ্নিত ২জন চোর আটক

দামুড়হুদায় ছাগলসহ চিহ্নিত ২ জন চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ কর্তৃক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর ইউনিয়নের চিৎলা নতুন পাড়া থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত চোররা হল, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামের নতুন পাড়ার আমিরুল হোসেনের ছেলে সোহাগ আলী (২৯), মৃত মোমেন আলীর ছেলে মানিক (২৩)

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন সদর ইউনিয়নের চিৎলা নতুন পাড়ার জৈনক বাবলুর চায়ের দোকানের সামনে মেইন রাস্তার উপর থেকে ১টি খয়রী রং এর খাশি ছাগল, ১টি কালো রং এর ধাড়ি ছাগল এবং ১টি কালো রং এর খাশি ছাগলসহ সর্বমোট মূল্য ২৮,০০০/- (আঠাশ হাজার) টাকা স্থানীয় জনগণ তাদেরকে হাতেনাতে আটক করে। পরবর্তীতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবিরকে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি এস আই সাইফুল ইসলাম হাওলাদারকে ফোর্সসহ ঘটনা স্থলে পাঠান এবং তিনটি ছাগলসহ চোরদেরকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন, গ্রেফতারকৃত চোরদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে এবং আজ বিজ্ঞ আদালতের কাছে তাদেরকে সোপর্দ করা হয়েছে। চোরাইকৃত তিনটি ছাগল আপাতত থানা পুলিশের হেফাজতে আছে। আগামী রোববার বিজ্ঞ আদালতের আদেশ নিয়ে ছাগল তিনটির বিষয়ে নিষ্পত্তি করা হবে।